দুদকের মামলায় ফেঁসে গেলেন সাবেক মেয়রসহ চার কর্মকর্তা

চেক জালিয়াতি মামলায় ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌরসভার সাবেক মেয়র সাইদুল করিম মিন্টুসহ চারজনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আদালতে চার্জসীট দাখিল করেছে। তদন্ত শেষে ঝিনাইদহ দুদকের সহকারী পরিচালক বজলুর রহমান আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করেন।

আজ শুক্রবার দুপুরে চার্জসীট দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করেন দায়রা জজ আদালতের বেঞ্চ সহকারী রাবু বিশ্বাস। মামলায় অন্যান্য আসামীরা হলেন, ঝিনাইদহ পৌরসভার সাবেক সচিব আজমলহোসেন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান চান ও হিসাব রক্ষক মখলেচুর রহমান। তারা ২০১১ সালের ১ জুন থেকে ২০১৭ সালের ৪ অক্টোবর পর্যন্ত ৩৭টি কাজের বিপরীতে সোনালী ব্যাংকের ৩১৬ ও ঝিনাইদহ জনতা ব্যাংকের ১৪২৫০৩ নং অ্যাকাউন্ট থেকে এই টাকা উত্তোলন করেন।

দুদকের সহকারী পরিচালক বজলুর রহমান জানান, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে ঝিনাইদহ পৌরসভার বিভিন্ন কাজের বিলের টাকা বিল ভাউচারের বিপরীতে চেকে অতিরিক্ত অঙ্ক বসিয়ে ও অঙ্কটি কথায় লিখে আসল চেকের টাকাসহ অতিরিক্ত টাকা উত্তোলন করে আত্মসাৎ করেন মর্মে প্রমাণিত হয়।

তিনি বলেন, সোনালী ব্যাংক পিএলসি ঝিনাইদহ শাখার হিসাব নং ৩১৬ থেকে তিন লাখ আটান্ন হাজার উনিশ টাকার বিপরীতে চেকের মাধ্যমে তারা ৩০ লাখ টাকা অতিরিক্ত তুলে নেন। এই নিয়ে ঝিনাইদহ জেলা আ’লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টুর বিরুদ্ধে দুদক তিনটি মামলায় চার্জসীট দিল।

তথ্য নিয়ে জানা গেছে, ২০১১ সালের ১ জুন তারিখে পৌরসভার ক্যাশ বইতে জনৈক নওশের আলীর নামে ১০ হাজার টাকা লিপিবদ্ধ আছে। অথচ ১০ হাজার টাকার স্থলে সোনালী ব্যাংকের ৩১৬ নং একাউন্ট থেকে ৪ লাখ ১০ হাজার টাকা উত্তোলন করা হয়েছে। জালিয়াতির মাধ্যমে চার লাখ টাকা বেশি উত্তোলন করে আত্মসাৎ করা হয়। নওশের আলী ছাড়াও যাদের নামে চেক ইস্যু করা হয়েছে তারা হলেন, প্রসাশনিক

কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান চানের নামে ১২টি, নির্বাহী প্রকৌশলী

কামাল উদ্দীনের নামে ২০১৩ সালের ৩ মার্চ ৩০৬ নং ভাউচারে ৩ হাজার ২১২ টাকার স্থলে ২ লাখ ৩ হাজার ২১২ টাকা, ২০১৩ সালের ২৬ সেপ্টম্বর হিসাব রক্ষক মখলেছুর রহমানের নামে ৭৯ নং ভাউচারে ১৩ হাজার দুই’শ টাকার স্থলে ২ লাখ ১৩ হাজার ২০০ টাকা, ২০১১ সালের ৬ জুন দেলোয়ার হোসেনের নামে ১ লাখ ১০ হাজার টাকা, ২০১১ সালের ২৩ আগষ্ট এবং ২০ সেপ্টেম্বর ১১৩ ও ১৫৫ নং ভাউচারে সাইদুর রহমানের নামে ১ লাখ ১৩ হাজার ৪৬৩ টাকার স্থলে ৩ লাখ ১৩ হাজার ৪৬৩ টাকা, কনজারভেন্সি পরিদর্শক সামছুল আলমের নামে যথাক্রমে ১০, ৪৫, ১০০, ১৪৮ ও ৩৮২ নং ভাউচারে এক লাখ ৪৮ হাজার ২২ টাকার স্থালে ৬ লাখ ৪৮ হাজার ২২ টাকা, ২০১৩ সালের ২০ জানুয়ারি ২২১ নং ভাউচারে কমিশনার তোফাজ্জেল হোসেনের নামে ২১ হাজার টাকার স্থলে ২ লাখ ২১ হাজার, ২০১৩ সালের ১১ আগষ্ট ৩৭ নং ভাউচারে পানি বিভাগের বিল ক্লার্ক আনোয়ার হোসেনের নামে ৫ হাজার ৪০ টাকার স্থলে ২ লাখ ৫ হাজার ৪০ টাকা, একই বছরের ১১ আগষ্ট ৩৪ নং ভাউচারে কমিশনার মতলেব মিয়ার নামে ৫০ হাজার টাকার স্থলে দেড় লাখ টাকা, ওই বছরের ৪ ফেব্রুয়ারি ২৪৩ নং ভাউচারে জনৈকা সাহিনা মৌসুমির নামে ১০ হাজারের স্থলে ২ লাখ ১০ হাজার টাকা, ১১০ নং ভাউচারে কমিশনার সাইফুল ইসলাম মধুর নামে সোনালী ব্যাংকের ৩১৬ নং একাউন্ট থেকে যার চেক নং ৯৩৯৪৮৩৯, ৩০ হাজার টাকার স্থলে ২ লাখ ৩০ হাজার টাকা, ২০১৪ সালের পহেলা মে মাসে ৩০০ নং ভাউচারে মিঠু ইলেক্ট্রনিক্সের নামে ১৫ হাজার ৪১০ টাকার স্থলে ২ লাখ ১৫ হাজার ৪১০ টাকা, ২০১৫ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি ২১৯ নং ভাউচারে কমিশনার বশির উদ্দীনের নামে ৫০ হাজারের স্থলে আড়াই লাখ টাকা, ২০১৭ সালের ৪ অক্টোবর ঝিনাইদহ জনতা ব্যাংকের ১৪২৫০৩ নং চেকে রবিউল ইসলামের নামে ৯ হাজার ৬৫০ টাকার স্থলে ৪ লাখ ৯ হাজার ৬৫০ টাকা, ২০১২ সালের ১৮০ ও ২০১৪ সালের ২৮০ ভাউচারে স্যানেটারি ইন্সপেক্টর শংকর কুমার নন্দীর নামে ৭২ হাজার টাকার স্থলে ৩ লাখ ৭২ হাজার টাকা এবং ২০১৩ সালের ২০ নভেম্বর ১৩৩ নং ভাউচারে ইঞ্জিনিয়ার মুন্সি আবু জাফরের নামে ২১ হাজারের বিপরীতে ১ লাখ ২১ হাজার টাকা উত্তোলন করা হয়।

এমন অভিযোগের একটির বিষয়ে সত্যতা জানতে ঝিনাইদহ শহরের মিঠু ইলেক্ট্রিকে অনুসন্ধান করে জানা গেছে, তাদের দোকান থেকে ২০১৪ সালের পহেলা জানুয়ারি দুই হিসাবে ৩২’শ টাকা, একই বছরের ৭ জুলাই ২৫ হাজার ৫০০ টাকা, ২০ এপ্রিল ৯৩০০ টাকার হিসাব পরিশোধ করা হয়। কোনক্রমেই তাদের দুই লাখ টাকার বিল পৌরসভা দেয়নি।

চার্জসীটের বিষয়ে ঝিনাইদহ দুর্নীতিদমন কমিশনের আইনজীবী এ্যাড আবু

তালেব শুক্রবার দুপুরে জানান, “চেক জালিয়াতি মামলায় ঝিনাইদহ পৌরসভার

সাবেক মেয়র সাইদুল করিম মিন্টুসহ চারজনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আদালতে চার্জসীট দাখিল করেছে। চার্জসীট দাখিলের পর আসামীদের আদালত থেকে জামিন গ্রহনের বিধান রয়েছে। তবে তারা জামিন নিয়েছেন কিনা তা জানি না”।

চুয়াডাঙ্গার সাবেক মেয়র রিয়াজুল ইসলাম টোটন গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার সাবেক এমপি সেলুন জোয়ার্দারের ছোট ভাই সাবেক পৌরমেয়র রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পুলিশ জানায়, ১৩ নভেম্বর কার্যক্রম নিষিদ্ধ দল আওয়ামী লীগের কথিত লকডাউন উপলক্ষে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা ছিল রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটনের।

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) রাজধানীর বসুন্ধরা এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।

ডিবির যুগ্ম পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ নাসিরুল ইসলাম জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, নাশকতার অভিযোগে অভিযান চালিয়ে সাবেক মেয়র রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন।

এক আইনজীবীসহ চার জনের বিরুদ্ধে সাবেক মেয়রের মামলা

এক আইনজীবীসহ চারজনের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজী ও মানহানির অভিযোগ তুলে আদালতে মামলা দায়ের করেছেন মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র মোঃ মোতাছিম বিল্লাহ মতু।

গতকাল বৃহস্পতিবার মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে তিনি এ মামলা দায়ের করেন। মামলাটি আমলে নিয়ে আদালতের বিচারক সদর থানাকে এফআইআর এর নির্দেশ দিয়েছেন।

মামলার আসামীরা হলেনে আইনজীবী অ্যাড. মিজানুর রহমান, কসারীপাড়ার মৃত আছাব আলীর ছেলে মোঃ মহব্বত, বন্দর গ্রামের মৃত নূর আলীর ছেলে মোঃ ঝন্টু ও পুরাতন পোস্ট অফিসপাড়ার মৃত তমাল খাঁর ছেলে মোঃ মিঠন

মামলার এজাহারে বাদীর অভিযোগ, গত ২৫ বছর ধরে মেয়রসহ বিভিন্ন পদে জন প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে রাজনৈতিকভাবে নানা দলের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে দায়িত্ব পালন করেছি।

দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট থেকে এক শ্রেণির লোক তাকে নানা উপায়ে হয়রানি করার চেষ্টা চালিয়ে আসছে।

গত ২ জুন সকাল ১১টার দিকে জেলা জজ আদালত থেকে ফেরার পথে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে পৌছালে স্টেডিয়াম পাড়ার মোঃ শাহাবুদ্দীনের ছেলে মিজানুর রহমান মিজান (৩৮), কসারীপাড়ার মৃত আছাব আলীর ছেলে মোঃ মহব্বত, বন্দর গ্রামের মৃত নূর আলীর ছেলে মোঃ ঝন্টু ও পুরাতন পোস্ট অফিসপাড়ার মৃত তমাল খাঁর ছেলে মোঃ মিঠন পথরোধ করে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা না দিলে ফ্যাসিস্ট সরকারের মদদদাতা ও জামাত নেতা তারিক হত্যা মামলায় আসামি বানিয়ে মৃত্যুদণ্ড দাবি করা হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়।

পরে গত ৬ জুলাই সকালে শহরের বিভিন্ন স্থানে মেয়র মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতুর বিকৃত ছবি ব্যবহার করে অপমানজনক পোস্টার সাঁটানো হয় বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। সিসি ফুটেজে কয়েকজনকে পোস্টার সাঁটাতে দেখা যায় এবং তারা জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করে ১নং আসামি মিজানুর রহমান মিজানের নির্দেশে কাজ করেছে।

মেহেরপুর কলেজ মোড়ের জমি নিয়ে উত্তেজনা

মেহেরপুর সরকারি কলেজ মোড়ে একটি জমি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে শুরু করে প্রশাসনিক মহল পর্যন্ত চলছে উত্তেজনা । জমিটি একক ব্যক্তি মালিকের পৈতৃক সম্পত্তি, নাকি এটি পৌরসভার -এই প্রশ্নে বিভক্ত হয়ে পড়েছে শহরের সাধারণ মানুষ, রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও প্রশাসন। এ ইস্যুকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পাল্টাপাল্টি স্ট্যাটাস, খোলা চিঠি, এবং শেষ পর্যন্ত অনশনের ঘোষণায় পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে হয়ে উঠেছে।

গত ২১ জুলাই ২০২৫, মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু তাঁর ব্যক্তিগত ফেসবুক অ্যাকাউন্টে একটি দীর্ঘ স্ট্যাটাস দেন, যার শিরোনাম ছিল-“পৌর সম্পত্তি রক্ষায় পৌরবাসীর প্রতি খোলা চিঠি”। সেখানে তিনি দাবি করেন, কলেজ মোড়ের পোস্ট অফিস ও তুলা ভবনের সামনের জায়গায় রাতারাতি বেআইনিভাবে কিছু দোকানঘর নির্মাণ করা হয়েছে, যা পৌরসভার মালিকানাধীন সম্পত্তি। তিনি অভিযোগ করেন, ০১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মো. মহাব্বত আলী জমিটি নিজের বলে দাবি করে আদালতে মামলা করলেও, তৎকালীন জেলা জজ জমিটি পৌরসভার বলে রায় দিয়েছিলেন। মামলার আপিল এখনো বিচারাধীন।

সাবেক মেয়র অভিযোগ করেন, “আদালতের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি সেখানে নির্মাণ করতে পারে না। পৌরসম্পত্তি আত্মসাৎ করতে মহাব্বত আলী মিথ্যা দাবি করছেন এবং তার ঘনিষ্ঠতা কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় বেআইনিভাবে ঘর নির্মাণ করছেন।”

তিনি আরও লেখেন, “দশ দিনের মধ্যে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে আমরা পৌরবাসীকে সাথে নিয়ে আমরণ অনশন কর্মসূচি পালন করবো। বর্তমান পৌর প্রশাসকের কাছে আমাদের প্রত্যাশা, তিনি যেন জনগণের স্বার্থে, পৌরসভার সম্মান রক্ষায় সাহসী ভূমিকা রাখেন।”

এদিকে, সাবেক মেয়রের স্ট্যাটাসের পরদিনই, জমির বর্তমান মালিক দাবিদার মো. মহাব্বত আলীর ছেলে ইয়াসিন আলী মারুফ তার ব্যক্তিগত

ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ‘মারুফ উদয়’ থেকে একটি পাল্টা স্ট্যাটাস দেন। সেখানে তিনি সাবেক মেয়রের উদ্দেশে লিখেছেন, “আপনার মত একজন নামাজী, শিক্ষিত মানুষ থেকে এ ধরনের আচরণ আশানুরূপ নয়। আপনি যদি প্রমাণ দিতে চান, তা ফেসবুকে না দিয়ে আদালতেই দিন।”

তিনি আরও লেখেন, “জমিটি আমাদের পৈতৃক, যার সব দলিল, খতিয়ান, রেকর্ড ও খাজনার প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। আপনি নিজেও জানেন, গনপূর্ত, পোষ্ট অফিস ও তুলা উন্নয়ন বোর্ডের জমি অধিগ্রহণ হয়েছে মূল জমির ভেতর থেকে, সামনের অংশটি কখনোই অধিগ্রহণ হয়নি।”

মারুফ তার পোস্টে সাবেক মেয়রের উদ্দেশে আরও অভিযোগ করেন, “আপনি আমাদের বিরুদ্ধে মব সৃষ্টি করতে চাচ্ছেন। এমনকি শোনা যাচ্ছে, আপনি বা আপনার অনুসারীরা আমাদের দোকান ভাঙতে পারেন। আমরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি।”

মহাব্বত আলী দাবি করে মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, তার দাদা আজহার শেখ ও পিতা আসাদুর রহমানের কাছ থেকে ১৯৬০ ও ৮০-র দশকে পর্যায়ক্রমে গণপূর্ত বিভাগ, পোস্ট অফিস ও তুলা উন্নয়ন বোর্ড জমি অধিগ্রহণ করে। তাতে রাস্তার সামনের অংশ বাদ যায়, যা তাদের নামে থেকে যায়। ২০০২ সালে আদালত তাদের পক্ষে রায় দেন। এছাড়া আমরা নিয়মিতভাবে জমির খাজনা পরিশোধ করে আসছি এবং জমিটি আমাদের দখলে রয়েছে। তিনি অভিযোগ করে বলেন, তৎকালীন সময়ে সাবেক মেয়র মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু আমার কাছে ৫ শতক জমি চেয়েছিলেন। আমি বলেছিলাম এটা আমাদের মালিকানা জমি। জমি দেওয়ার প্রশ্নই আসেনা। পরবর্তীতে আমি ২০২২ সালে আমার ছেলে মারুফকে জমি দলিল করে দিই, যার দলিল নম্বর ২০৩৫/২২ এবং খতিয়ান ১৩২০৬।

মহাব্বত আলী আরও বলেন, তৎকালীন সময়ে সাবেক মেয়র জমিটি দখলে চেষ্টা করলে তাঁর বড় ভাই মো.শাফায়েত হোসেন ২০০৬ সালে মেহেরপুরের যুগ্ম জেলা জজ ১ম আদালতে মেহেরপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান ও সচিব বিবাদী করে জমিটি তাদের দাবী করে একটি মামলা দায়ের করেন। সেই মামলাটি এখনো বিচারাধীন রয়েছে। গত ৩১ জুলাই সংগ্রহ করা আদালতের একটি আদেশ স্লিপ থেকে জানা গেছে, মামলাটি বিচারাধীন এবং মেহেরপুর পৌরসভার বিপক্ষে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রয়েছে।

এ বিষয়ে সহকারী ভূমি কর্মকর্তা ওহিদুর রহমান জানান, “মহাব্বত আলী বর্তমানে নিয়মিত খাজনা দিচ্ছেন এবং জমিটি তাদের নামে রয়েছে।”

মেহেরপুর পৌরসভার প্রশাসক ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. তরিকুল

ইসলাম বলেন, “যেহেতু জমিটি নিয়ে আদালতে মামলা বিচারাধীন, বাদির পক্ষে আদালতের নিষেধাজ্ঞা আছে, সেহেতু আদালতের আদেশ অমান্য করার সুযোগ নেই।”

এমএ খালেকের পক্ষে নির্বাচনী মাঠে নামলেন গাংনীর সাবেক মেয়র ও ইউপি চেয়ারম্যানরা

গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান এম এ খালেকের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় নামলেন গাংনী পৌরসভার সাবেক মেয়র ও উপজেলার সাতজন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান।

এরা হলেন, গাংনী পৌরসভার সাবেক মেয়র আশরাফুল ইসলাম, তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাস, মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ, কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন সেপু, কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মু. আলম হুসাইন, ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক, ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনোয়ার পাশা।

আজ বৃহস্পতিবার বিকালে এমএ খালেকের পক্ষে এক সাথে নির্বাচনী প্রচারনায় নামেন চেয়ারম্যানবৃন্দরা।

এ-উপলক্ষ্যে গাংনী উপজেলা শহরের মন্ডল সুপার মার্কেটের সামনে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গাংনী পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি সানোয়ার হোসেন বাবলুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী প্রচারণা ও সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রার্থী এমএ খালেক।

এসময় অন্যান্যদের মধ্যে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ- সভাপতি ও

বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বিশ্বাস, পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু, গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন, জেলা স্বেচ্ছাসেবকলীগের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি আরিফুল ইসলাম সোবহান, স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা মইনাল হক, গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিকসহ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

পরে উপজেলা শহরের বিভিন্ন স্থানে একসাথে চেয়ারম্যান প্রার্থী এম এ খালেক গনসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ করেন।

এর আগে এমএ খালেকের পক্ষে বিরাট মোটরসাইকেল শোডাউন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আনারস মার্কা প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহবান জানান নেতৃবৃন্দ।

মেহেরপুরের সাবেক মেয়র মতুসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা

মেহেরপুর পৌর সভার সাবেক মেয়র ও মায়ের হাসি ক্লিনিকের মালিক মোতাচ্ছিম বিল্লা মতুসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে খুলনা বিভাগীয় সাইবার ট্রাইব্যুনাল আদালতে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করেছেন সাংবাদিক মাহাবুব চান্দু।

আজ রবিবার খুলনা বিভাগীয় সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ বিচারক কনিকা বিশ্বাস পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) কুষ্টিয়াকে আগামী ২ নভেম্বর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের আদেশ দিয়েছেন। এর আগে গত ২৯ আগষ্ট মামলাটি আমলে নিয়ে গতকাল ১০ সেপ্টেম্বর মামলার আদেশের দিন ধার্য করেন।

মামলার আসামিরা হলেন, মেহেরপুর পৌর সভার সাবেক মেয়র মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু, মায়ের হাসি ক্লিনিকের ম্যানেজার সাইফুল বাহার স্বাধীন, ইন্টার্ন চিকিৎসক মতুর ছেলে মুত্তাকী বিল্লাহ সাফিন, মায়ের হাসি ক্লিনিকের পার্টনার শামীম হাসান সোহাগ, সহযোগী

তোহিদুল ইসলাম লিয়ন, শোমিক ব্রো ও এসএম মেহেরাব হোসেন।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ২৩/২৫(১)(ক)/২৫(১)(খ)/২৫(২)/২৯/৩১/৩৫ ধারায় মামলাটি করা হয়েছে। এর আগে বাদী মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে মামলা করলে মামলাটি আমলে নিয়ে প্রথমে পিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ দেন এবং পরে মামলাটি নথিজাত করেন। বাদী ন্যায় বিচারের স্বার্থে খুলনা বিভাগীয় সাইবার ট্রাইব্যুনালের দ্বারস্ত হন।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, বাদি মাহাবুব চান্দু ২০ বছর যাবৎ সাংবাদিক পেশায় নিযুক্ত। বর্তমানে তিনি মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক ও স্থানীয় দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। ইতিপূর্বে তিনি জাতীয় দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংবাদ, প্রতিদিনের সংবাদসহ বিভিন্ন গনমাধ্যমে সুনামের সাথে মেহেরপুরে সাংবাদিকতা করেছেন।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তার বেশ সুনাম আছে। তার প্রকাশিত সংবাদের মধ্যে অনেক সংবাদ আদালত আমলে নিয়ে স্বপ্রণোদিত মামলা করেছেন এবং ভুক্তভোগীরা সুফল পেয়েছেন। বাদী মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানী কাজে গত ২৪ জুলাই সকাল ১১টা ৫৩ মিনিট থেকে দুপুর ১টা ১৬ পর্যন্ত মেহেরপুর সরকারী মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র ও জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসে অনুসন্ধান মুলক কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

আসামী মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতুর মেয়ে মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র এর চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত থাকাতে তিনি খবরটা জেনে ক্ষিপ্ত হন। তারপর মায়ের হাসি ক্লিনিকের মালিক হিসেবে তিনি মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার সম্পাদককে আনুমানিক ২টা ২৫ মিনিটের দিকে মোবাইলে হুমকি দিয়ে বলেন তোমরা কি বারেখা হয়েছো, তোমাদের দাঁত ভেঙ্গে দিব, ৫০টা চাঁদাবাজির মামলা দিব বলে হুমকি দিয়ে ফোন কেটে দেন। এ বিষয়ে ২৬ জুলাই মেহেরপুর সদর থানাতে একটি জিডি হয়, যার নং ১৩৯১।

পরবতির্তে আসামী মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু তার মালিকানাধীন মায়ের হাসি ক্লিনিকের ম্যানেজার আসামী সাইফুল বাহার স্বাধীনকে দিয়ে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সদর থানা মেহেরপুর বরাবর বাদীর নামে একটি মিথ্যা চাঁদাবাজির অভিযোগ লিখে থানায় অভিযোগটি জমা না দিয়ে মায়ের হাসি ক্লিনিক আইডি থেকে পোষ্ট করে। পরে মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতুর ছেলে মুত্তাকী বিল্লাহ শাফিন তার ফেসবুকে নামধারী সাংবাদিক লিখে শেয়ার করে।

মুত্তাকী বিল্লাহ শাফিনের পোস্টে গিয়ে আসামী তৌহিদুল ইসলাম লিওন বাদী সম্বদ্ধে কৃষ্ণ নগরী, ভাত পেতনা, চাঁদাবাজী, ৫টা বউসহ ইত্যাদি মানহানি কর কথা লিখেছেন। সে আরো বলে জেল খেটে দেশে ফিরে এখন বড় সাংবাদিক হয়েছে”। আসামী সৌমিক ব্রো কমেন্টস করে বলেছেন, “আমি থাকলে শালাকে ওন স্পট হিট করে তোর ক্লিনিকে ভর্তি করিয়ে রাখতাম”।

আসামী শামিম হাসান সোহাগ ও মেহেরাব হোসেন অপি মিথ্যা বিষয়কে শেয়ার করে লাইক দিয়ে অপপ্রচারে সহায়তা করেছে। আসামীরা একই বিষয় একাধিকবার সোসাল মিডিয়ায় প্রচার করে বিভিন্ন গ্রুপের মাধ্যমে ভাইরাল করেছে।

আসামী মেহেরাব হোসেন অপি একটি অনিবন্ধিত নিউজ পোর্টাল মেহেরপুর নিউজ ডটকম পোর্টালের ফেসবুক পেজ থেকে মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতুর মিথ্যা অভিযোগটি লাইভ প্রকাশ করে এবং নিজ আইডিতেও শেয়ার করে ভাইরাল করে। আসামীদের মিথ্যা অপপ্রচার করে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে এবং অনুসন্ধানী ও সুস্থ ধারার সাংবাদিক গোষ্টীর পথ রুদ্ধ করেছে বলে বাদী অভিযোগ করেন।

মামলায় বাদীর পক্ষে খুলনার সিনিয়র আইনজীবী ইকবাল আহমেদ, মিঠু চন্দ্র বসাক আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন। বাদী পক্ষের আইনজীবীরা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

উল্লেখ্য, সাংবাদিক মাহাবুব চান্দুর বিরুদ্ধে মিথ্যা চাঁদাবজীর অভিযোগ তোলায় গত ৩০ জুলাই মেহেরপুরের সাংবাদিক সমাজ জেলা প্রসাশকের কার্যালয়ের সামনে একটি মানববন্ধনও করে।